

প্রিয় লিজা,

আজ ইচ্ছা করেই বাংলায় লিখছি, আসলে অনেকদিন বাদে একটা ভালো বাংলা টাইপ করবার ওয়েবসাইট পেয়েছি। প্রথমেই জানাই শুভ জন্মদিন, খুব ভালো থাকে, আনন্দে থাক, হাসি খুশি থাক এসব কিছু অলরেডি অনেক জায়গায় বলেছি আর নতুন করে বলছি না।

এতক্ষনে এই ওয়েবসাইটের অনেকটা চলে এসেছিস, আশা করি ভালো লাগছে, আসলে জুলাই থেকে ভেবেছিলাম যে নিজে থেকে কিছু একটা গিফট করবো, কিন্তু কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তা শেখার পর ভাবলাম যে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে গিফট করলে কেমন হয়! তাই এইটা বানানো, জানি ভালো হয়নি হয়তো, খুব একটা সাজানো না, আসলে শিল্পসত্তাটা কম আছে আমার মধ্যে একটু, তাও চেষ্টা করেছি ভালো বানানোর, আগে একরকম ছিল, কালকের ছবিগুলো পাওয়ার পর কিছু চেঞ্জ করেছি। কিছু কথা বলার আছে, যত যায়গায় পারবি টাচ করতে থাকবি, আর পারলে এটা কম্পিউটারে দেখিস, ভিউটা ভালো পাবি, মোবাইলে খুব একটা ভালো আসছে না। যাই হোক, প্রত্যেকবারের মতো এক কথা না লেখার চেষ্টা করব, আসলে লিখতে বসলে খেই হারিয়ে ফেলির ঘটনাপ্রবাহের।

কতটা সময় কেটে গেলো বল, আগের বছর তোর হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে, তোকে রাত ১২ টায় আমি উইশ করতে পারিনি, শরীরটা খারাপ ছিল বলে, পরের দিন সকালে উঠে নিজের খুব খারাপ লেগেছিলো এই কারণের জন্য। এক বছরের মধ্যে কত

কাছের মানুষ হয়ে গেছিস! এই সেদিন নার্সারী তে দেখা। যদিও সেই ব্যাপারে কিছু মনে নেই সেরম আমার। ক্লাস ৮ এ অনুপ স্যারের ব্যাচে তারপর। তখন অল্প স্বল্প কথা বলতাম, সজল স্যারের ব্যাচে প্রচুর মজা দেখেছি ও করেছি, কিন্তু সবথেকে স্মরণীয় হলো স্বপন স্যারের ব্যাচ, সেরা হতো ওখানে। কে কাকে কতবার কেস খাওয়াবে এই নিয়ে চলত। সেই খাতে বসা নিয়ে ঝামেলা, আমি তোর জায়গায় বসে পড়তাম, তারপর খারাপ cooler , সেরা সব ঘটনা ঘটেছিলো, লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া, অফ্লে দাগ দেওয়া, কত স্মৃতি আছে রে! বলে শেষ করা যাবে না। তোরো মনে পড়লে তুইও নস্টালজিক হয়ে যাস জানি আমি।

শোন না, এবারে একটু হোয়াটস্যাপ এর ডিপি টা দিস প্লিজ, বার্থডে তে একটা অনুরোধ রাখ আমার, সত্যি বলছি কেমন একটা লাগে তোর ওই খালি ছবিটা দেখলে , মনে হয় যেন কিছু একটা নেই। আশা করবো দিয়ে দিবি। আর তোর ব্লক করা! উফফ সত্যি, তুইও পারিস বটে! হ্যা, খারাপ লাগে না বলবো না, কিন্তু ওই একটা জায়গায় বিশ্বাস আছে, এই ব্লক টা তোর আর আমার এই সম্পর্কে কোনোরকম আঘাত হানতে পারবে না। আর তোকে অনেক থ্যাঙ্কস, আমি ভাবিনি কোনোদিন আমি তোর এতো ভালো বন্ধু হতে পারবো, কারণ আমার সাথে কারোরই বন্ধুত্ব টেকে না, আমার ভুলেই প্রত্যেকবার সেটা ভেঙে যায়, তবে হ্যা, তোকে আমি জানি না কোনোদিন হারাতে হবে কিনা, কিন্তু যদি কোনোদিন সেই পরিস্থিতি আসে, আমি সেটার জন্য তৈরী নই, হতেও পারবো না তৈরী, সত্যি চোখে জল এসে যাচ্ছে এসব লিখতে গিয়ে, কারণ সত্যি বলছি তুই খুব ভালো

বুঝিস রে আমাকে, আমি তোকে হারাতে পারবো না। জানি না, তোর এগুলো বেশি বেশি মনে হচ্ছে নাকি বা ভাটের কথা লাগছে কিনা, তবে আমি আমার ফিলিংস টা বলছি। যাই হোক, এসব কথা আজ আর বেশি বলবো না, কারণ আজ একটা খুশির দিন, এইসব বলা নাহয় অন্য একদিন হবে।

আমাদের এই late night gossip টা সত্যিই খুব ভালো লাগে, রাতে এতক্ষন জাগি তোর জন্যই, যাতে তোর এক feel না হয়, জানি না , আর কি লিখবো, সবকথা কি আর লেখা যায়, বা সবসময়ে লেখা হয়! অনেকসময় বোধহয় প্রচুর কথা বলার থাকে, কিন্তু বেশি কথা জমে যাওয়ার জন্য অনেক কথাই বেরোতে পারে না। যাই হোক, আশা করি কালকের সেলিব্রেশন টা পছন্দ হয়েছে।

আমি আমার লেখার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, জানি লিখতে গেলে শেষ করা যাবে না, তাও শেষ তো করতেই হয়, কিন্তু ওই যে, "শেষ হয়েও হইলো না শেষ"। ভালো থাকিস লিজা, আর কোনোদিন কোনো কারণে আমি কোনো ভুল করলে রাগ করে বসে থাকিস না, প্লিজ, তুই কথা না বললে সত্যিই খুব কষ্ট হয়, তোকে নিজের অজান্তে আঘাত দিয়ে যখন আমি বুঝতে পারি যে আমি আঘাত দিয়েছি, তখন নিজের ততটাই কষ্ট হয়, যতটা তোর হয়। তাই রাগ করলে প্লিজ বলে দিস কোথায় ভুল করেছি, নাহলে দুজনেই কষ্টে থাকি।

ভালো থাকিস লিজা, খুশিতে থাকিস, আনন্দে থাকিস, দেখিস তোর সব বাধা বিপত্তি কেটে যাবে একদিন। তুই সব পারবি দেখিস, আর, একটা লাস্ট রিকোয়েস্ট করবো, এরকমই থাকিস রে চিরকাল, একটা দিদি

হয়ে, একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে । নিজের বন্ধু হয়ে, যাকে
নিজের বলা যায়। সুস্থ থাকিস।

- ইতি,
ভাই।